গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

জলমহালে (প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়) খাঁচায় মৎস্যচাষ নীতি, ২০১৯

আইন অধিশাখা
জুলাই, ২০১৯

মুখবন্ধ

বাংলাদেশে সাধারণত বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষ করা হয়ে থাকে। বদ্ধ জলাশয়সমূহ ভরাট হয়ে যাওয়ায় এবং নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন ও বসতবাড়ি নির্মাণের কারণে মৎস্য চাষের সুযোগ ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। অথচ মাছ চাষের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান জনগণের প্রানিজ আমিষের চাহিদাপূরণে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির বিকল্প নাই। আমাদের দেশে ইতোমধ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং মৎস্য অধিদপ্তরের কারিগরি ও সার্বিক সহযোগিতায় নদীতে খাঁচা স্থাপন করে কিছু কিছু জেলায় মাছ চাষ করা হচ্ছে। খাঁচায় মাছ চাষ করে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ থাকায় অনেকে নদীতে খাঁচা স্থাপন করে মাছ চাষে আগ্রহী। খাঁচা স্থাপনের মাধ্যমে মাছ চাষের জন্য নদী বা জলাশয় ব্যবহারের জন্য কোনো নীতিমালা বা নির্দেশনা না থাকায় খাঁচায় মাছ চাষ সম্ভাবনাময় খাত হলেও উহা আশানুরূপভাবে বিকশিত হচ্ছে না। তদারকবিহীন মাছ চাষের জন্য খাঁচা স্থাপন করা হলে নদীর অবাধ প্রবাহ ও নৌ-চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে এবং জলজ প্রতিবেশে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। এ বিবেচনা করে সরকার জলমহালে (প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়) খাঁচায় মৎস্যচাষ নীতি, ২০১৯ প্রণয়ন করেছে। নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে নদীতে ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষ করা হলে অবাধ পানিপ্রবাহ বিঘ্নিত হবে না, নৌ-চলাচল ব্যাহত হবে না, তদারকিমূলক কার্যক্রম সহজতর হবে এবং জলজ প্রতিবেশ সুরক্ষিত থাকবে। অপরদিকে খাঁচায় মাছ চাষের ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

মোঃ রইছউল আলম মন্ডল
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিরোনাম	১
সংজ্ঞার্থ	১
নীতিমালার উদ্দেশ্য	২
নীতিমালার আইনানুগ ব্যাপ্তি	২
নীতিমালার আইনগত ভিত্তি	২
খাঁচায় মৎস্যচাষের জন্য আবেদনকারী নির্বাচন	২
খাঁচা স্থাপনের জন্য আবেদন	৩
আবেদন অনুমোদন ও অনুমতিপত্র প্রদান প্রক্রিয়া	৩
ফি নির্ধারণ	৪
খাঁচায় মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা কমিটি	৫
খাঁচায় মৎস্যচাষের জন্য বিবেচ্য কারিগরি বিষয়সমূহ	৬
বিবিধ	৮
পরিশিষ্ট-ক	৯
পরিশিষ্ট-খ	১১

জলমহালে (প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়) খাঁচায় মৎস্যচাষ নীতি, ২০১৯

প্রবহমান নদী, উন্মুক্ত জলাশয়, লেক অথবা বৃহৎ জলাশয়ে খাঁচায় মৎস্যচাষ কার্যক্রম বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে নূতন। সম্প্রতি দেশে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে খাঁচায় মৎস্যচাষ বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশের কতিপয় এলাকা যেমন—চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, ফরিদপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাসহ অন্যান্য অঞ্চলে খাঁচায় মৎস্যচাষ ক্রমান্বয়ে প্রসার লাভ করিতেছে। আমাদের দেশে রহিয়াছে বিস্তৃত উন্মুক্ত জলাশয় যেমন, নদীমোহনা প্রায় ৮.৫৪ লক্ষ হেক্টর, বিল ১.১৪ লক্ষ হেক্টর, কাপ্তাই লেক ০.৬৮ লক্ষ হেক্টর সহ হাওর-বাঁওড়, প্লাবনভূমি যেস্থানে খাঁচায় মৎস্যচাষ একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় খাত হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য সহজে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ, দারিদ্র্য বিমোচন, বেকারত্ব দূরীকরণ ও তাহাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে খাঁচায় মৎস্যচাষ প্রযুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিবে। শুধু গ্রামীণ জনগোষ্ঠীই নহে খাঁচায় মৎস্যচাষে ব্যক্তি উদ্যোক্তাগণকেও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু প্রবহমান নদী, উন্মুক্ত জলাশয়ে খাঁচা স্থাপনের মাধ্যমে মৎস্যচাষের জন্য জলাশয় ব্যবহারের বৈধ অধিকারের (User Rights) কোনো ভিত্তি না থাকা অর্থাৎ জলাশয় ব্যবহারের আইনগত অধিকার অথবা বৈধতা তথা নীতিমালা না থাকায় খাঁচায় মৎস্যচাষের বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই খাত আশানুরূপভাবে বিকশিত হইতেছে না। ইহা ব্যতীত সরকারও এই খাত হইতে রাজস্ব প্রাপ্তির সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। এই নীতি প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচায় মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা সুশৃঙ্খল ও পরিকল্পিত বিকাশ সাধনে সহায়ক হইবে এবং সরকারের রাজস্ব আয়ের নূতন সুযোগও সৃষ্টি হইবে। তাই প্রবহমান নদী, ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচায় মৎস্যচাষের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা আবশ্যক।

২.০ **শিরোনাম** : এই নীতিমালা 'জলমহালে (প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়) খাঁচায় মৎস্যচাষ নীতি, ২০১৯' নামে অভিহিত হইবে।

৩.০ সংজ্ঞার্থ :

(ক) 'অনুমতিপত্র' অর্থ এই নীতির অধীন প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচায় মৎস্য চাষ করিবার জন্য জেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক ইস্যুকৃত অনুমতিপত্র;

(খ) 'অন্যান্য জলাশয়' অর্থ সরকারি মালিকানাধীন খাস বৃহৎ আকারের প্রাকৃতিক কোনো বদ্ধ জলাশয় যথা: হাওর-বাঁওড়, প্লাবনভূমি, মরা নদী, বরোপিট, পুকুর, দিঘি, হ্রদ অথবা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট কোনো জলাশয়;

(গ) 'আবেদনকারী' অর্থ যে কোনো ব্যক্তি বা নিবন্ধিত সমিতি বা নিবন্ধিত জেলে এই নীতির অধীন প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচায় মৎস্য চাষ করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন বা আবেদন করিয়া অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

(ঘ) 'খাঁচা' অর্থ মৎস্যচাষের জন্য বাঁশ, কাঠ, প্লাস্টিক অথবা ধাতব কোনো পদার্থ দ্বারা নির্মিত ফ্রেমের সহিত পলিইথিলিন, নাইলন অথবা টায়ার কর্ড জাল দিয়া আবৃত করিয়া সৃষ্ট অস্থায়ী আধার;

(ঙ) 'প্রবহমান নদী' অর্থ বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত প্রবহমান নদী;

(চ) 'প্রতিবেশ' বলিতে পরিবেশের জীব ও অজীব উপাদানসমূহের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং ভারসাম্যযুক্ত জটিল সম্মীলন, যাহা উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের সংরক্ষণ ও বিকাশকে সহায়তা ও প্রভাবিত করে বুঝাইবে;

(ছ) 'ফি' অর্থ এই নীতির অনুচ্ছেদ ১০ মোতাবেক নির্ধারিত বা পুনঃনির্ধারিত ফি;

(জ) 'ভাসমান বস্তু (Float)' অর্থ ভাসমান খাঁচা স্থাপনে অথবা খাঁচাকে ভাসাইয়া রাখিতে স্টিল অথবা প্লাস্টিকের তৈরি ক্যান, ড্রাম, ফোম অথবা অন্য কোনো পরিবেশবান্ধব সামগ্রী অথবা পদার্থ।

(ঝ) 'সরকার' অর্থ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

৪.০ নীতিমালার উদ্দেশ্য :

৪.১ প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে পরিকল্পিত ও প্রতিবেশবান্ধব উপায়ে খাঁচায় মৎস্যচাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি;

৪.২ খাঁচায় মৎস্যচাষের জন্য আবেদনকারীকে বৈধ অনুমতিপত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.৩ মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও পুষ্টিকর খাদ্যের উৎস হিসাবে মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির নূতন ক্ষেত্র সৃষ্টি;

৪.৪ আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; এবং

৪.৫ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

৫.০ নীতিমালার আইনানুগ ব্যাপ্তি :

৫.১ প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচায় মৎস্যচাষে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী এই নীতিমালার আওতাভুক্ত হইবে; এবং

৫.২ খাঁচায় মৎস্যচাষ উপযোগী প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয় এই নীতিমালার আওতাভুক্ত হইবে।

৬.০ নীতিমালার আইনগত ভিত্তি :

(ক) জাতীয় মৎস্য নীতি, ১৯৯৮;

(খ) সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯;

(গ) মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০;

(ঘ) মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০১১;

(ঙ) মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০;

(চ) মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১;

(ছ) মৎস্য অধিদপ্তরাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০১৬;

(জ) অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫;

(ঝ) জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১;

(ঞ) পরিবেশ নীতি, ২০১৮;

(ট) বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭;

(ঠ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬; এবং

(ড) বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২।

৭.০ খাঁচায় মৎস্যচাষের জন্য আবেদনকারী নির্বাচন :

৭.১ জলাশয়ের নিকটবর্তী আবেদনকারী অগ্রাধিকার পাইবেন;

৭.২ আবেদনকারীগণ নিম্নবর্ণিতক্রমে অগ্রাধিকার পাইবেন—

ক) নিবন্ধিত জেলে;

খ) নিবন্ধিত মৎস্যজীবি সমিতি;

গ) অন্যান্য নিবন্ধিত সমিতি;

ঘ) ব্যক্তি;

৭.৩ আবেদনকারীগণের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা থাকিলে নিবন্ধিত মহিলা জেলে বা নিবন্ধিত মহিলা সমিতি বা মহিলা অগ্রাধিকার পাইবেন।

৮.০ খাঁচা স্থাপনের জন্য আবেদন :

৮.১ খাঁচায় মৎস্যচাষের জন্য আবেদনকারী নির্ধারিত ফর্মে (পরিশিষ্ট 'ক') উপজেলা কমিটির সভাপতি বরাবরে আবেদন দাখিল করিবেন, তবে সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে জেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট আবেদন দাখিল করিবেন;

৮.২ আবেদনের ফর্ম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বা সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর হইতে সংগ্রহ করা যাইবে এবং আবেদনে খাঁচা স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত জলাশয়ের নাম, অবস্থান, চৌহদ্দিসংক্রান্ত তথ্য স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে।

৯.০ আবেদন অনুমোদন ও অনুমতিপত্র প্রদান প্রক্রিয়া :

৯.১ খাঁচায় মৎস্যচাষের জন্য কোনো আবেদনকারীর প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে উপজেলা কমিটি যাচাই-বাছাই করিয়া কমিটির মতামতসহ তাহা অনুমোদনের জন্য জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন এবং উপজেলা কমিটি আবেদন প্রাপ্তির অনূর্ধ্ব ৩০ দিবসের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করিবে;

৯.২ উপজেলা কমিটি হইতে প্রাপ্ত মতামত সংবলিত আবেদনপত্র এবং জেলা মৎস্য অফিসে প্রাপ্ত আবেদনপত্র এই নীতির অধীন উপযুক্ত হিসাবে গণ্য হইলে জেলা কমিটি তাহা অনুমোদন করিবে এবং জেলা মৎস্য কর্মকর্তা কমিটি অনুমোদিত আবেদনকারীর অনুকূলে পরিশিষ্ট 'খ' মোতাবেক অনুমতিপত্র প্রস্তুতক্রমে জারি করিবে ও অনুমতিপত্রের একটি কপি সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন;

৯.৩ উপজেলা কমিটির মতামতসহ আবেদনপ্রাপ্তির অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে জেলা কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে;

৯.৪ খাঁচায় মৎস্যচাষের জন্য অনুমতিপত্র প্রাপ্ত আবেদনকারী নির্ধারিত হারে ফি-এর টাকা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে পরিশোধপূর্বক চালানের কপিসহ সিটি করপোরেশনের ক্ষেত্রে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট চুক্তিনামা স্বাক্ষরের জন্য দাখিল করিবেন;

৯.৫ অনুমতিপত্র বা নবায়নকৃত অনুমতিপত্রের মেয়াদ অনধিক ৩(তিন) বৎসর হইবে তবে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বা সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে অবহিত করিয়া খাঁচায় মৎস্যচাষের অবকাঠামো অপসারণ করিলে মেয়াদের অবসান হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

৯.৬ অনুমতিপত্রের মেয়াদ শেষ হইবার ছয় মাস পূর্বেই অনুমতিপত্র নবায়নের জন্য আবেদনকারীকে আবেদন করিতে হইবে;

৯.৭ আবেদনকারী কর্তৃক অনুমতিপত্র নবায়নের জন্য দাখিলকৃত আবেদন, মৎস্যচাষ কার্যক্রম ও বিবেচ্য প্রবহমান নদী বা অন্যান্য জলাশয়ের জলজ প্রতিবেশ সন্তোষজনক বিবেচনায় উপজেলা কমিটি চুক্তির মেয়াদ নবায়ন করিবার জন্য জেলা কমিটিতে সুপারিশসহ প্রেরণ করিবে;

৯.৮ সিটি কর্পোরেশন এর ক্ষেত্রে জেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট অনুমতিপত্র নবায়নের জন্য আবেদন দাখিল করিতে হইবে এবং জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মৎস্যচাষ কার্যক্রম ও বিবেচ্য প্রবহমান নদী বা অন্যান্য জলাশয়ের জলজ প্রতিবেশ সন্তোষজনক বিবেচনায় অনুমতিপত্র নবায়ন করিবার জন্য দাখিলকৃত আবেদন জেলা কমিটিতে উপস্থাপন করিবেন;

৯.৯ জেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট নবায়নের জন্য দাখিলকৃত আবেদন এবং উপজেলা কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত নবায়নের আবেদন জেলা কমিটি যাচাই-বাছাইপূর্বক অনুমতিপত্র নবায়নের আবেদন অনুমোদন অথবা নামঞ্জুর করিতে পারিবে;

৯.১০ অনুমতিপত্র নবায়ন করা না হইলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমতিপত্রসহ চুক্তি বাতিল হইয়া যাইবে;

৯.১১ জলজ প্রতিবেশের মূল্যায়নে বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হইলে অনুমতিপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই অনুমতিপত্রসহ চুক্তি বাতিলের অধিকার জেলা কমিটি সংরক্ষণ করিবে;

৯.১২ খাঁচায় মৎস্যচাষের জন্য প্রাপ্ত অনুমতিপত্র হস্তান্তরযোগ্য নহে, তবে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যুজনিত কারণে তাহার বৈধ ওয়ারিশ চাহিলে উক্ত খাঁচার অনুকূলে নূতনভাবে অনুমতিপত্রের জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং কোনো আবেদনকারী অনুমতিপত্র হস্তান্তর করিলে তাহার অনুমতিপত্রসহ চুক্তি বাতিল হইবে এবং চুক্তি স্বাক্ষরের পর গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত অনধিক ৩ মাসের মধ্যে কোনো আবেদনকারী মৎস্যচাষ আরম্ভ না করিলেও অনুমতিপত্রসহ চুক্তি বাতিল হইবে;

৯.১৩ অনুমতিপত্র বাতিল করা হইলে বা উহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে অথবা অনুচ্ছেদ ৯.১৫ মোতাবেক খাঁচায় মাছ চাষের জন্য অনুমতি গ্রহণ না করিলে আবেদনকারী নিজ দায়িত্বে এবং নিজ খরচে অবিলম্বে মৎস্য চাষের খাঁচাসহ সকল স্থাপনা অপসারণ করিবে এবং অন্যথায় জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বা সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত খাঁচাসহ সকল স্থাপনা অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

৯.১৪ এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো আবেদনকারীর অনুমতিপত্রসহ চুক্তি বাতিল করা হইলে তিনি এই নীতির অধীন আর আবেদন করিবার উপযুক্ত হইবেন না;

৯.১৫ ইতোমধ্যে যাহারা প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচা স্থাপন করিয়া মাছ চাষ করিতেছেন তাহারা এই নীতি প্রকাশিত হইবার অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে অনুচ্ছেদ ৮.০ অনুসারে অনুমতিপত্রের জন্য আবেদন করিবেন এবং উক্ত ৩০ দিনের মধ্যে আবেদন না করা হইলে তাহার ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৯.১৩ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

১০.০ ফি নির্ধারণ :

১০.১ প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচায় মৎস্যচাষের জন্য জলাশয় ব্যবহারের অনুমতিপত্র প্রদানের সময় বাৎসরিক ফি-এর পরিমাণ নিম্নরূপ হারে নির্ধারিত হইবে :

এলাকা	প্রতিবৎসরে প্রতি শতকে ফি-এর পরিমাণ
সিটি কর্পোরেশনের এলাকাভুক্ত প্রবহমান নদী ও জলাশয়	২০০/- টাকা
পৌরসভা এলাকাভুক্ত প্রবহমান নদী ও জলাশয়	১০০/- টাকা
সিটি কর্পোরেশন অথবা পৌরসভা এলাকা বহির্ভূত প্রবহমান নদী ও জলাশয়	৬০/-টাকা

১০.২ সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জলাশয়ে খাঁচায় মৎস্যচাষের জন্য অনুচ্ছেদের ১০.১-এ বর্ণিত ফি পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

১১.০ খাঁচায় মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা কমিটি :

১১.১ জেলা খাঁচায় মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা কমিটি :

(১)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(২)	পুলিশ সুপার	সদস্য
(৩)	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(৪)	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(৫)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য
(৬)	নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ	সদস্য
(৭)	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(৮)	উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
(৯)	উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
(১০)	পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
(১১)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

১১.২ কমিটি প্রয়োজনে সদস্য অন্তর্ভুক্ত (Co-opt) করিতে পারিবে।

১১.৩ কার্যপরিধি—

(ক) উপজেলা কমিটি প্রেরিত বা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রস্তাবিত প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচা স্থাপনের স্থান অনুমোদন;

(খ) খাঁচায় মৎস্যচাষের আবেদন বা নবায়নের আবেদন বিবেচনা করিয়া অনুমতিপত্র প্রদান (issue) বা নবায়ন এর প্রস্তাব অনুমোদন বা নামঞ্জুর করা;

(গ) খাঁচায় মৎস্যচাষের জন্য সম্পাদিতব্য চুক্তির শর্ত নির্ধারণ বা পুনঃ নির্ধারণ;

(ঘ) খাঁচায় মৎস্যচাষ পরিবেশবান্ধব হইতেছে কি না তাহা তদারকি;

(ঙ) খাঁচায় মৎস্যচাষের কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা-অনুসারে বাস্তবায়িত হইতেছে কি না তাহা পরিদর্শন ও মূল্যায়ন; এবং

(চ) উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান।

১১.৪ উপজেলা খাঁচায় মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা কমিটি :

(১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
(২)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
(৩)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
(৪)	থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য

(৫)	উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
(৬)	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(৭)	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
(৮)	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-এর একজন কর্মকর্তা	সদস্য
(৯)	সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

১১.৫ কমিটি প্রয়োজনে সদস্য অন্তর্ভুক্ত (Co-opt) করিতে পারিবে।

১১.৬ কার্যপরিধি—

(ক) প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচা স্থাপনের স্থান নির্বাচন ও চিহ্নিতকরণ এবং অনুমোদনের জন্য জেলা কমিটিতে প্রেরণ;

(খ) খাঁচা স্থাপনের স্থানের উপযোগিতা ও প্রতিবেশগত দিক যাচাই;

(গ) মজুতকৃত পোনা গুণগত মানসম্পন্ন কি না তাহা যাচাই;

(ঘ) খাঁচায় ব্যবহৃত মৎস্যখাদ্য মানসম্মত কি না তাহা তদারকি;

(ঙ) সমস্ত তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হইতেছে কি না তাহা পরিবীক্ষণ;

(চ) খাঁচায় মৎস্যচাষ-সংক্রান্ত তথ্য ও দলিল সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরে সংরক্ষণ; এবং

(ছ) উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সমস্যা সমাধান (যদি থাকে)।

১২.০ খাঁচায় মৎস্যচাষের জন্য বিবেচ্য কারিগরি বিষয়সমূহ :

১২.১ খাঁচা স্থাপনের স্থান নির্বাচন-

প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচা স্থাপনের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে উক্ত স্থানের গভীরতা, নৌযান চলাচল, জনগণের দৈনন্দিন ও সেচকাজে পানি ব্যবহার, মৎস্য অভয়াশ্রম ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। তবে বিশেষভাবে নিচের বর্ণিত বিষয়সমূহ খাঁচা স্থাপনের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচনা করিতে হইবে-

(ক) খাঁচা স্থাপনের স্থান একমুখী প্রবাহ কিংবা জোয়ারভাটার শান্ত প্রবাহ বিদ্যমান নদীর এইরূপ উপযুক্ত অংশ হইবে এবং নদীর মূল প্রবাহ যেস্থানে তীব্র স্রোত বিদ্যমান সেই অঞ্চল খাঁচা স্থাপনের উপযোগী নহে এবং কমবেশি ৪-৮ইঞ্চি/সেকেন্ড মাত্রার পানি প্রবহমান নদীতে খাঁচা স্থাপনের জন্য উপযোগী, তবে প্রবাহের এই মাত্রা সর্বোচ্চ ১৬ ইঞ্চি/সেকেন্ড-এর অধিক হওয়া উচিত নহে;

(খ) মূল খাঁচা পানিতে ঝুলন্ত অথবা ভাসমান রাখিবার জন্য জলাশয়ের ন্যূনতম ১০ ফুট গভীরতা থাকা প্রয়োজন, যদিও প্রবহমান পানিতে তলদেশে বর্জ্য জমিয়া গ্যাস দ্বারা খাঁচার মৎস্যের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা অল্প তথাপি খাঁচার তলদেশের নিম্নের কাদা হইতে ন্যূনতম ৩ ফুট উপরে থাকা আবশ্যক;

(গ) খাঁচা স্থাপনের কারণে যাহাতে কোনোভাবে নৌচলাচলের বিঘ্ন না ঘটে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে ও নদীর নাব্যপথ (Navigation Route)-এ কোনো বাধা সৃষ্টি করা যাইবে না এবং নদীর পানির বা স্থাপিত ঘাট বা উহার পাড় জনগনের দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাইবে না;

(ঘ) খাঁচায় মৎস্যচাষে ডুবন্ত মৎস্যখাদ্য ব্যবহার করিলে সেইক্ষেত্রে অন্যান্য জলাশয়ের অনধিক ৫% এলাকা এবং ভাসমান খাবার ব্যবহার করিলে অনধিক ২০% এলাকা খাঁচা স্থাপনের জন্য ব্যবহার করা যাইবে; তবে জলজ প্রতিবেশ বিবেচনা করিয়া মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে ইহার বেশি এলাকা খাঁচায় মৎস্যচাষের আওতায় আনয়ন করা যাইবে;

(ঙ) নদীতে খাঁচা স্থাপনের স্থানটিতে শিল্প অথবা কলকারখানার বর্জ্য কিংবা পয়ঃনিষ্কাশনের পানি, গবাদি পশুর খামারের বর্জ্য অথবা কৃষি জমি হইতে বন্যাবিধৌত কীটনাশক প্রভাবিত পানি পতিত হইয়া আকস্মিক মৎস্য মৃত্যুর আশঙ্কা না থাকে তাহা বিবেচনায় রাখিতে হইবে এবং তাহা ব্যতীত যে জলাশয়ে কৃষিজ জমিতে উৎপন্ন পাট অথবা পাটজাত দ্রব্য পচানো হইয়া থাকে সেই এলাকায় খাঁচা স্থাপন করা যাইবে না; এবং

(চ) খাঁচা স্থাপনের জন্য নির্ধারিত স্থান প্রতি ৩ বৎসর পর পর পুনর্মূল্যায়ন করিতে হইবে এবং খাঁচা স্থাপনের ফলে পানিপ্রবাহ এবং নাব্যতায় কোনো বিরূপ প্রভাব পড়িতেছে কি না তাহা যাচাই করিতে হইবে।

১২.২ নিম্নরূপ জলাশয় এই নীতিমালার অধীনে খাঁচায় মৎস্যচাষের জন্য নির্বাচন করা যাইবে না—

(ক) হালদা নদী;

(খ) মৎস্য অভয়াশ্রম এবং ইহার চারপাশে ৫০০ মিটারের মধ্যে যে কোন এলাকা;

(গ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাভুক্ত নদী/লেক/হাওড়/বাঁওড়;

(ঘ) সুন্দরবনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত খাল/নদী; এবং

(ঙ) সরকার সরকারি আদেশের মাধ্যমে নির্বাচিত যে কোন প্রবহমান নদী বা অন্যান্য জলাশয়কে বা উহার কোন অংশকে এই অনুচ্ছেদের আওতাভুক্ত করিতে পারিবে।

১২.৩ খাঁচা স্থাপনে বিবেচ্য বিষয়াদি—

(ক) খাঁচা স্থাপন পদ্ধতি (একক অথবা সারিবদ্ধ);

(খ) খাঁচা হইতে খাঁচার দূরত্ব (অনধিক ১ মিটার);

(গ) খাঁচার কাঠামোতে যাহাতে পানিতে ভাসমান আবর্জনা, কচুরিপানা ইত্যাদি এবং উহার জালে শ্যাওলা জমিয়া জলজ প্রতিবেশ নষ্ট না করে এইজন্য নিয়মিত পরিষ্কার ও পরিচর্যা করিতে হইবে;

(ঘ) নূতন খাঁচার জাল ব্যবহারের পূর্বে ১৫ (পনেরো) দিন পানিতে ভিজাইয়া রাখিবার পর ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে ইহা পরিবেশসম্মত হয়;

(ঙ) প্রবহমান পানিতে স্থাপিত খাঁচার মাছের মলমূত্র পানির স্রোতের মাধ্যমে দ্রুত অপসারিত হইয়া যায় তাই এইক্ষেত্রে খাঁচা স্থানান্তরের প্রয়োজন নাও হইতে পারে; শুধু শীতকালে নদীর পানিরস্তর অনেক নিচে নামিয়া গেলে সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বা তাহার অধীনস্থ কোন মৎস্য কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে খাঁচাগুলি গভীর পানির দিকে নামাইতে পারিবে;

(চ) অন্যান্য জলাশয়ে স্থাপিত খাঁচা গুলোর মাছের মলমূত্র অপসারণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় খাচার নীচে জলাশয়ের তলদেশে জমা হইয়া জলজ প্রতিবেশ বিনষ্ট হইতে পারে; তাই প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত এলাকার মধ্যে খাঁচাগুলির স্থান পরিবর্তন করা যাইবে; এবং

(ছ) মৎস্যচাষ তদারকির জন্য প্রবহমান নদী বা অন্যান্য জলাশয়ের পাড়ে সরকারি খাস ভূমিতে কোন স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করা যাইবে না তবে জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে অস্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করিতে পারিবে।

১২.৪ খাঁচায় মজুতযোগ্য প্রজাতি নির্বাচন :

মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কৌলিতাত্ত্বিক ভালো গুণগতমানসম্পন্ন দ্রুত বর্ধনশীল প্রজাতির মৎস্যের পোনা খাঁচায় মজুতের জন্য নির্বাচন করিতে হইবে, তবে কোনভাবেই বিদ্যমান আইন বা বিধিমালায় বা সরকারের কোন আদেশে চাষের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এই সকল প্রজাতি চাষ করা যাইবে না।

১৩.০ বিবিধ :

১৩.১ এই নীতিমালায় যাহা কিছুই বলা থাকুক না কেন, সরকার জনস্বার্থে প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচায় মৎস্যচাষের অনুমতিপত্র প্রদান/বাতিল ও সংশোধনসহ যে-কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই নীতিমালার পরিবর্তন, পরিমার্জন অথবা সংশোধনের যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করিবে।

১৩.২ ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন কোনো জলমহালের ক্ষেত্রে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯-এর পরিপন্থী অথবা ইজারার মেয়াদকালীন কোনো জলমহালে খাঁচায় মৎস্যচাষের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না ;

তবে শর্ত থাকে যে জলমহাল ইজারা গ্রহীতার অথবা ইজারা প্রদান করা না হইয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারের অনুমতিসাপেক্ষে এই নীতিমালার অধীন খাঁচায় মৎস্যচাষের অনুমতি প্রদান করা যাইবে।

১৩.৩ এই নীতির অধীন খাঁচায় মৎস্যচাষের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত প্রবহমান নদী বা অন্যান্য জলাশয়ে বা ভূমিতে কোনোভাবেই আবেদনকারীর স্থায়ী বন্দোবস্ত অথবা মালিকানা সৃষ্টি হইবে না।

১৩.৪ এই নীতিমালায় কোন বিষয় অস্পষ্ট থাকিলে তাহা সরকার প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে স্পষ্টীকরণ করিতে পারিবে এবং সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

পরিশিষ্ট-ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা/সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়

....

প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচায় মৎস্যচাষের অনুমতিপত্রের জন্য আবেদন।

ছবি

১।	ক) আবেদনকারীর নাম :			
	খ) ঠিকানা :			
	গ) জাতীয় পরিচয় পত্র নং			
২।	যেস্থানে খাঁচা স্থাপন করা হইবে সেই নদী/জলাশয়ের নাম :			
৩।	খাঁচা স্থাপনের স্থানের বিবরণ : তফসিল : মৌজা : অবস্থান (সম্ভব হইলে খতিয়ান দাগ নং উল্লেখ করিতে হইবে) : চৌহদ্দি : উপজেলা : জেলা : পরিমাণ : (শতক) বা (বর্গমিটার)			
৪।	সংগঠন/সমিতির নিবন্ধন (Registration) নম্বর ও তারিখ : (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
	(ক) সংগঠন/সমিতির গঠনতন্ত্র (যদি থাকে)	সংযুক্ত	হ্যাঁ ☐	না ☐
	(খ) নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা (ছবিসহ) এবং খাঁচায় মৎস্যচাষের সিদ্ধান্ত সংবলিত সভার কার্যবিবরণী	সংযুক্ত	হ্যাঁ ☐	না ☐
	(গ) সদস্য এবং কার্যনির্বাহী কমিটির নামের তালিকা	সংযুক্ত	হ্যাঁ ☐	না ☐
৫।	খাঁচায় মৎস্যচাষের জন্য প্রণীত উৎপাদন পরিকল্পনা	সংযুক্ত	হ্যাঁ ☐	না ☐
৬।	ইতঃপূর্বে খাঁচায় মৎস্যচাষের জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে কি না?		হ্যাঁ ☐	না ☐
৭।	ইতঃপূর্বে খাঁচায় মৎস্যচাষের জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়া থাকিলে কোনো ফি বকেয়া রহিয়াছে কি না?		হ্যাঁ ☐	না ☐

৮।	আবেদনকারীর নামে সনদ (Certificate) মামলা অথবা অন্য কোনো আদালতে মামলা রহিয়াছে কি না, মামলার নম্বরসহ উহার বর্তমান অবস্থা কী?	

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে উপরে বর্ণিত সমুদয় তথ্য সত্য। আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে 'জলমহালে প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়) খাঁচায় মৎস্যচাষ নীতি, ২০১৯' সহ প্রচলিত বিধি-বিধান প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিব, ইহার কোনো ব্যত্যয় হইলে আমার/আমাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে। উল্লিখিত নদী/ জলাশয়ে বাংলা . . . . হইতে . . . . সন পর্যন্ত খাঁচায় মৎস্যচাষের জন্য আমার/আমাদের অনুকূলে অনুমতিপত্র প্রদানের অনুরোধ করিতেছি।

তারিখ :

আবেদনকারীর স্বাক্ষর, নাম ও সিল

সংযুক্তি : . . . . ফর্দ।

পরিশিষ্ট-খ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়

...., ...।

অনুমতিপত্র নং						/২০------ ইস্যুর তারিখ : / /২০--------

এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত তফসিলের প্রবহমান নদী (নদীর নাম ....) বা জলাশয়ে জলাশয়ের নাম ....(যদি থাকে) অংশে- জনাব.. ....পিতা/মাতা...জাতীয় পরিচিতি নম্বর........... .... ঠিকানা-.. ....মোবাইল নং .... কে নিবন্ধিত জেলে/নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমিতি/ব্যক্তি/অন্যান্য নিবন্ধিত সমিতি (নাম ও নিবন্ধন নম্বর থাকিলে).. .... কে... .... জেলার খাঁচায় মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা জেলা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক .... তারিখ হইতে ....তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য নিচের তফসিলের....................শতক (................................বর্গমিটার) এলাকা নিম্নবর্ণিত শর্তে খাঁচা স্থাপনসহ মৎস্য চাষের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য এই অনুমতিপত্র জারি করা হইল।

খাঁচা স্থাপনের স্থানের বিবরণ :	
তফসিল :	
মৌজা :	
অবস্থান (সম্ভব হইলে খতিয়ান দাগ নং উল্লেখ করিতে হইবে) :	
চৌহদ্দি :	
উপজেলা :	
জেলা :	
পরিমাণ : (শতক) বা (বর্গমিটার)	

দপ্তরের সিল	(সিলসহ স্বাক্ষর) জেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর ....

শর্তাবলী-

০১। ইহা শুধু তফসিলের ভূমি উপরিস্থিত জলসম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য চাষের জন্য বিবেচ্য হইবে।

০২। ইহা কোনভাবে ইজারা বা স্থায়ী বা অস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত হিসাবে গণ্য হইবে না।

০৩। সরকারের কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বা অন্য কোন প্রয়োজনে খাঁচা অপসারণের নির্দেশ প্রদান করা হইলে আবেদনকারী নিজ দায়িত্বে ও ব্যয়ে খাঁচা অপসারণ করিবেন এবং এই জন্য কোন ক্ষতিপূরণ সরকারের নিকট দাবি করিতে পারিবেন না।

০৪। অনুমতি প্রাপ্ত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে জেলা কমিটির নির্ধারিত শর্তে উল্লেখপূর্বক তিনশত টাকার স্ট্যাম্পে চুক্তি সম্পাদনের জন্য চুক্তিনামা দাখিল করিতে হইবে।

০৫। এই নীতির অধীন খাঁচায় মৎস্য চাষে বিনিয়োগের যে কোন ঝুঁকি আবেদনকারী বহন করিবেন।

০৬। খাঁচায় মৎস্য চাষে উত্তম চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

০৭। এই নীতিসহ বলবৎ যে কোন আইন বা বিধির বিধানাবলী প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

নম্বর- তারিখ :

অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরিত হইল-

০১। জেলা প্রশাসক, ...।

০২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...।

০৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি), ...।

০৪। সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ...।

০৫। আবেদনকারী : জনাব, ...।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা

....

বাঃসঃমুঃ-৪১২৫ কম(বি-১১)/২০১৯-২০—২০০০ বই, ২০১৯।